সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০, জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে চলমান বৈশ্বিক সংকটের মাঝেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে ভবিষ্যতের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৫০১.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন। যার বিপরীতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ২১.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুন ২০২৪ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বেসরকারি খাতে মোট ৫৮.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩৫,০০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৩৭,১৫৩.৯০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৬.১৫ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২৫,০০০.০০ কোটি টাকা এবং বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ১৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৫০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.৯৯ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। কৃষির উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের কৃষিব্যবস্থা 'জীবন নির্বাহী' কৃষি থেকে 'বাণিজ্যিক কৃষি' তে রূপান্তরিত হচ্ছে।

কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০, জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে চতুর্থ স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে। উপরন্তু, বাংলাদেশ এখন দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম স্থানে রয়েছে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ধান ও ভুট্টাসহ সকল প্রকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা দ্রুততার সাথে সম্প্রসারণ করা এবং জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেচ কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, সকল কৃষককে স্মার্ট কার্ড প্রদান, ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান ও ই-কৃষি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণের মূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) অব্যাহত রাখা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের নিকট পৌঁছানো, 'সমলয় চাষাবাদ' সম্প্রসারণ, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও টমেটোসহ বিভিন্ন সবজি ও ফল উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে পতিত জমির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে

৫০১.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ২৯.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৬৬.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২২৪.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১১.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ৬৮.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১ এবং লেখচিত্র ৭.১-এ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
আউশ	২১.৩৪	২৭.০৯	২৯.২০	৩০.১২	৩২.৮৫	৩২.৪৫	২৯.০১	২৯.৭২
আমন	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪	১৪০.৫৫	১৫৫.০২	১৪৪.৩৮	১৪৯.৫৮	১৫৪.৩৩	১৬৬.৫৬
বোরো	১৮০.১৬	১৯৫.৭৬	২০৩.৮৯	২০১.৮১	১৯৮.৮৫	২০৯.৭৭	২০৭.৬৭	২২৪.৩২
মোট চাল	**৩৩৮.০৬**	**৩৬২.৭৯**	**৩৭৩.৬৩**	**৩৮৬.৯৫**	**৩৭৬.০৭**	**৩৯১.৮০**	**৩৯১.০২**	**৪২০.৬১**
গম	১৩.১২	১১.৫৩	১১.৪৮	১২.৪৬	১০.৮৫	১০.৮৬	১১.৭১	১১.৭২
ভুট্টা	৩৫.৭৮	৩৮.৯৩	৪৬.৯৯	৫৪.০২	৫৬.৬৩	৫৬.৩০	৬৪.৩২	৬৮.৮৪
মোট	**৩৮৬.৯৬**	**৪১৩.২৫**	**৪৩২.১১**	**৪৫৩.৪৪**	**৪৪৩.৫৬**	**৪৫৮.৯৬**	**৪৬৭.০৪**	**৫০১.১৭**

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই),কৃষি মন্ত্রণালয়। [নোট: বোরো এবং ভুট্টার উৎপাদন ডিএই হতে প্রাপ্ত]

লেখচিত্র: ৭.১ ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

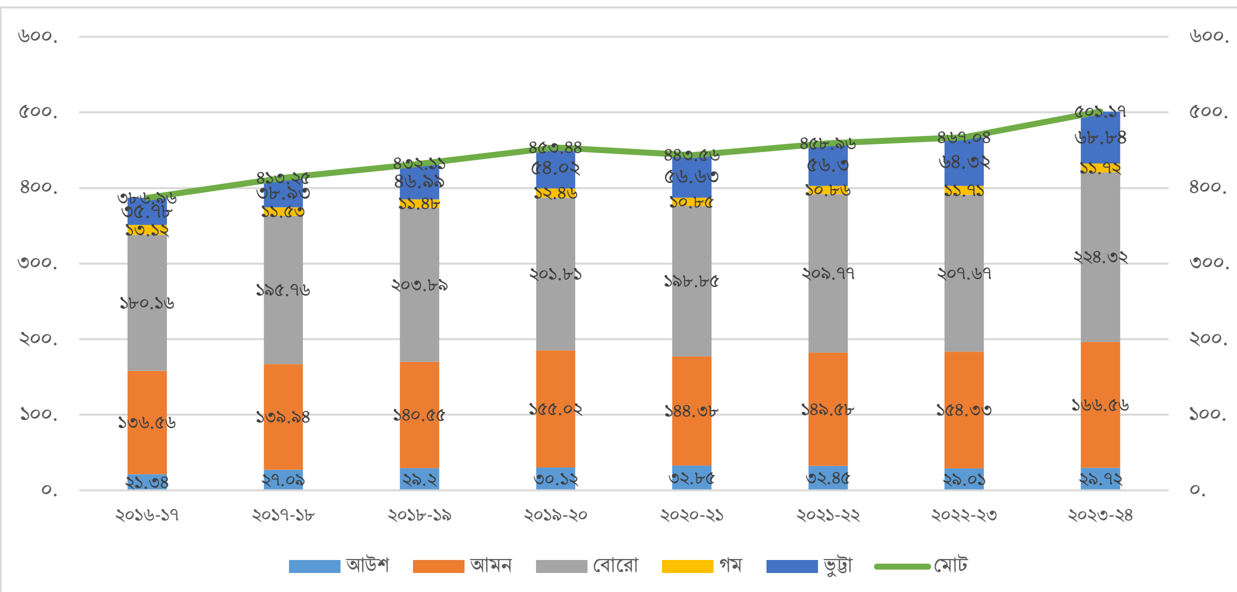

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি মন্ত্রণালয়। [নোট: বোরো এবং ভুট্টার উৎপাদন ডিএই হতে প্রাপ্ত]

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৭.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধু বোরো ও আমন ফসল থেকে ১৯.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ২০.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২০.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ০.০১ লক্ষ মেট্রিক টন)। যার বিপরীতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ২১.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ১১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে প্রকৃত খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন (গম)। বেসরকারি খাতে একই সময়ে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৫৮.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন (গম)। ফলে সার্বিকভাবে দেশে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাড়িঁয়েছে ৬৬.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন (গম)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা (Monetised) আকারে যেমন- ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই.) ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ত্রাণমূলক (Non-Monetised) খাতে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাচুইসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ৩২.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (আর্থিক খাতে ১৮.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ১১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩৪.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৩২.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন (আর্থিক খাতে ২২.০১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ১০.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২১.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

নিরাপদ খাদ্য

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যের ভেজাল রোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, রেস্তোরাঁর গ্রেডিং ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১,৩৮১টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষিত নমুনার মধ্যে ১,১৫৫ টি মানসম্মত অর্থাৎ অনুমোদিত মাত্রার ভিতর এবং ২২৬ টি মানসম্মত নয় অর্থাৎ অনুমোদিত মাত্রা বহির্ভূত পাওয়া গেছে। এসকল খাদ্য পণ্যের মান উন্নত করার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বমোট ১১,৩৬৬ টি খাদ্য-স্থাপনা (হোটেল/রেস্তোরাঁ, মিষ্টি ও কনফেকশনারি, বেকারি এবং অন্যান্য) সরেজমিনে পরিদর্শন করে তাদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ৫৪৬টি হোটেল-রেস্তোরাঁ/খাদ্য স্থাপনাকে গ্রেডিং করে (A+, A, B এবং C) স্টিকার প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে বিএফএসএ কর্তৃক ২৪৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

এছাড়া, হোটেল/রেস্তোরাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সেবার মান উন্নয়নে ৮,১৪৫ জন খাদ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সচেতনতা কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। সেইসাথে ১৯২টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৯,৬০০ শিক্ষকের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, প্রায় ৫০০টি সেমিনার ও কর্মশালা পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৫০,০০০ শিক্ষার্থীকে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্কাউটদের জন্যও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত বীজ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানও হাইব্রিড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৯২টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া, এ সংস্থা ১০টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৯২টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষির সংখ্যা বর্তমানে ১,০১,১৩৪ জন। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ২,৫৯,৮২৫ একর। বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রায় ১.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন এবং ১.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ বিতরন করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ সারণি ৭.২-এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.২ঃ বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ
ধান বীজ	৯৪৯৭৯	৯৩২১০	১০০৯২২	৯৭৬৮১	৯৭০৪৬	১০২১২১
গম বীজ	১৫৮০১	১৬৩০৩	১৯৮৮০	১৫৮০১	২০৬২৫	১৯৭৯৮
ভুট্টা বীজ	৫৬	৩৯	৫১	২৯০	২০	৩৮৭
আলু বীজ	৩৩৩৫২	৩৩৮৫১	৩৭৫০১	৩২২৩৫	৩৭৭০২	৩৪৮৯৬
পাট বীজ	১৩০১	৯১১	৮৯২	১১৯৯	১৩৩৩	১২৮৭
ডাল বীজ	১৯২০	১৮৫৬	১৯২৮	১৬১৯	১৭২০	১৭৮০
তৈল বীজ	১৪৯৯	১৪৭৯	২৯৬৮	২৩৯৬	২৮০০	২৩৯৫
সবজি বীজ	১২০	১১২	১১০	৬৮	৭৩	১১৪
মসলা বীজ	২৮৫	৩৫৫	৩৯৫	৩১৮	৩৭০	২৭৩
সর্বমোট	**১৪৯৩১৩**	**১৪৮১১৬**	**১৬৪৬৪৭**	**১৫১৬০৭**	**১৬১৬৮৯**	**১৬৩০৫১**

উৎস: বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

সার

উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হয়েছে। এসব উচ্চফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈব সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সারের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষিতে এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৬৬.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৬.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.৩ ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(হাজার মেট্রিক টন)

বছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	২০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.৩০	৫৭.৪৭	০.০০	৪৯০৬.৭৭
২০১৭-১৮	২৪২৭.৪৬	৭০৬.৬২	৬৮৯.৯০	০	৫০.০০	৭৮৯.৪৭	১০.০০	২৫০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫০৯৩.৪৫
২০১৮-১৯	২৫৯৪.০০	৭৮১.০০	৭৬৩.০০	০	৫০.০০	৭২৪.০০	১০.০০	২৮৫.০০	৯৫.০০	১২০.০০	৫৪২২.০০
২০১৯-২০	২৫০৫.০০	৬৬০.০০	৯৫৩.০০	০	৪২.০০	৭১৫.০০	৬.০০	৩৬০.০০	১১৫.০০	১০১.০০	৫৪৫৭.০০
২০২০-২১	২৪৬৩.০০	৫২৩.০০	১৪২৪.০০	০	৪০.০০	৭৯৮.০০	৪.০০	৫৫০.০০	১৪১.০০	১৩০.০০	৬০৭৩.০০
২০২১-২২	২৬৬১.০০	৭৩৬.০০	১৬৮৫.০০	০	৩০.৪৪	৮৯০.০০	৩.০৪	৫৩৯.৬৪	১৩৮.০০	১৪২.১৫	৬৮২৫.৫৫
২০২২-২৩	২২৮৬.০০	৬৭৪.০০	১৪২৭.০০	০	২১.৭৭	৮২৬.০০	২.৫৬	৪৫৫.৯০	৯৯.৬৪	১২০.৪৪	৫৯১৩.৩১
২০২৩-২৪	২৬২৩.০০	৭০৬.০০	১৪৯৪.০০	০	৩০.০০	৯৪৩.০০	২.৫০	৫৫০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	৬৬২৮.৫০

সূত্র: এফএফএম, কৃষি মন্ত্রণালয় ।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দক্ষ ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি ১২টি সেচ প্রকল্প এবং ৫টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ সকল সেচ প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে বিএডিসি ২১,০০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারনসহ ৪০০ কি. মি. খাল পুনঃখনন, ৯৫১ কি.মি. ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৪০টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ১৬০টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ১০ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ এবং ১,৫২৯ টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করেছে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলাসমূহে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএমডিএ কর্তৃক আউশ, আমন এবং রবি মৌসুমে ১৫,৫৩৮টি গভীর নলকূপ এবং ৮৯১টি এলএলপি ব্যবহার করে প্রায় ৫.৯৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। বিএমডিএ কর্তৃক ৪,২৫৮টি পুকুর, ১৬টি দীঘি ও ২,৫২৭.৮২ কি.মি. খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৭৭৮টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করে প্রায় ১.১২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫৫.২৭ লক্ষ হেক্টর, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭.৬৯ লক্ষ হেক্টরে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ সারণি ৭.৪ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৭.৪ঃ সেচকৃত জমির পরিমাণ

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
এলএলপি ও অন্যান্য	১১.৮৮	১২.২০	১২.৪৯	১২.৬৯	১২.৮৭	১৩.১০	১৩.২৮	১৩.৫৩
গভীর নলকূপ	১০.৬৩	১০.৭২	১০.৭৬	১০.৮৪	১০.৮৫	১০.৩৮	১০.৪৬	১০.৪৮

সেচ পদ্ধতি	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
অগভীর নলকূপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩০.৭৯	২৯.৮১	২৯.৯৪	৩০.০১	৩০.৬০	৩০.৭০	৩০.৮১	৩০.৮৩
অন্যান্য	১.৯৭	২.৮১	২.৬৮	২.৭৩	২.৭৬	২.৭১	২.৯৩	২.৮৫
মোট সেচ	**৫৫.২৭**	**৫৫.৫৪**	**৫৫.৮৭**	**৫৬.২৭**	**৫৬.৫৪**	**৫৬.৮৯**	**৫৭.৪৮**	**৫৭.৬৯**

উৎস: বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পাট উৎপাদন

পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাটের চাহিদা এবং বাজারমূল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের সনাতন পণ্য যেমন: পাটের চট, বস্তা, দড়ি ইত্যাদির পাশাপাশি আধুনিক পণ্য যেমন: পাটের ফেব্রিক্স, পাট উল, কম্বল, জায়নামাজ, কার্পেট, কাগজ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, অগ্নিরোধী পাট আঁশ/কাপড়, পচনরোধী নার্সারি পট, জুট-জিও টেক্সটাইল ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। বিশ্বের নামিদামি গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গাড়ির ইন্টেরিয়র বডি প্রস্তুতিতে পাট ব্যবহার করছে। এ জন্য পাটের কৃষি গবেষণার পাশাপাশি শিল্প গবেষণাও বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কাঁচা পাটের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে পাট চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে ৭.৪৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে।

কৃষি ঋণ

প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশিত করে বিগত অর্থবছরসমূহের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ৩০,৮১১.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৩২,৮২৯.৮৯ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৬.৫৫ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩৫,০০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ৩৭,১৫৩.৯০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৬.১৫ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেওয়া হলো:

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১৬-১৭	১৭৫৫০.০০	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪১.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-১৮	২০৪০০.০০	২১৩৯৩.৫৫	২১৫০৩.১২	৪০৬০১.১১
২০১৮-১৯	২১৮০০.০০	২৩৬১৬.২৫	২৩৭৩৪.৩২	৪২৯৭৪.২৯
২০১৯-২০	২৪১২৪.০০	২২৭৪৯.০৩	২১২৪৫.২৪	৪৫৫৯২.৮৬
২০২০-২১	২৬২৯২.০০	২৫৫১১.৩৫	২৭১২৩.৯০	৪৫৯৩৯.৮০
২০২১-২২	২৮৩৯১.০০	২৮৮৩৪.২১	২৭৪৬৩.৪১	৪৯৮০২.২৮
২০২২-২৩	৩০৮১১.০০	৩২৮২৯.৮৯	৩৩০১০.০৯	৫২৭০৪.৪৫
২০২৩-২৪	৩৫০০০.০০	৩৭১৫৩.৯০	৩৫৫৭১.৬২	৫৮১১৯.৫৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/কর্মসূচি

ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেচ ও ফসল উপখাতে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষিসেবার উন্নয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন; ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিতথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information & Communication Centre-AICC) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্তকরণ এবং হাট-বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদার করা হয়েছে।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। যার মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ ইত্যাদি । পাশাপাশি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

মৎস্য খাতে গৃহীত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৫০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস ২০২২)।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)র 'The State of World Fisheries and Aquaculture 2024' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ২য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম অবস্থানে রয়েছে। সারণি ৭.৬ ও লেখচিত্র ৭.২ এ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
১. অভ্যন্তরীণ:							
(ক) মুক্ত জলাশয়							
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	৩.২৫	৩.৩২	৩.৩৭	৩.৪৩	৩.৮৯	৪.০০
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৮	০.২১	০.২২	০.২৪	০.২৬	০.২৮
বিল	১.১৪	১.০০	১.০৩	১.০৩	১.০৬	১.০৯	১.১০
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.১১	০.১৩	০.১৩	০.১৮	০.১৭	০.১৮
প্লাবনভূমি	২৬.৪৬	৭.৮২	৭.৮২	৭.৭৯	৮.৩১	৮.৪৩	৮.৫২
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৩৮.৬২**	**১২.৩৬**	**১২.৩৬**	**১২.৪৮**	**১৩.২২**	**১৩.৮৪**	**১৪.১১**
(খ) চাষকৃত							
পুকুর	৪.২৪	১৯.৭৫	১৯.৭৫	২০.৪৬	২১.৬৭	২২.৭৩	২৩.৬৮
মৌসুমি জলাশয়	১.৪৮	০.১০	০.১০	২.২৬	২.৩২	২.৩২	২.৪৬
বাঁওড়	০.০৬	২.১৭	০.০৮	০.১১	০.১২	০.১২	০.১২
চিংড়ি খামার	২.৬২	২.৫৮	২.৫৮	২.৭০	২.৮৭	৩.০১	৩.১৫
পেন কালচার	০.০৯	০.১২	০.১২	০.১৩	০.১৫	০.১৬	০.১৮
কেজ কালচার	০.৯৩	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫
কাঁকড়া	০.১৬	০.১২	০.১২	০.১৩	০.১৩	০.১৩	১.০৭
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৮.৬৭**	**২৪.৮৮**	**২৪.৮৮**	**২৫.৮৪**	**২৭.৩১**	**২৮.৫২**	**২৯.৭৮**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.২৮**	**৩৭.২৪**	**৩৬.২২**	**৩৮.৩২**	**৪০.৫৩**	**৪২.৩৬**	**৪৩.৮৯**
২. সামুদ্রিক:							
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল	-	১.০৭	১.২	১.১৫	১.৩৭	১.৪৬	১.১৪
(খ) আর্টিসেন্যাল	-	৫.৫৩	৫.৩৫	৫.৫৬	৫.৬৯	৫.৩৩	৫.১৩
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৬.৬০**	**৬.৫৫**	**৬.৭১**	**৭.০৬**	**৬.৭৯**	**৬.৮২**
সর্বমোট	**৪৭.২৮**	**৪৩.৮৪**	**৪৩.৮৪**	**৪৫.০৩**	**৪৭.৫৯**	**৪৯.১৫**	**৫০.৮০**

উৎস: মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

লেখচিত্র ৭.২: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

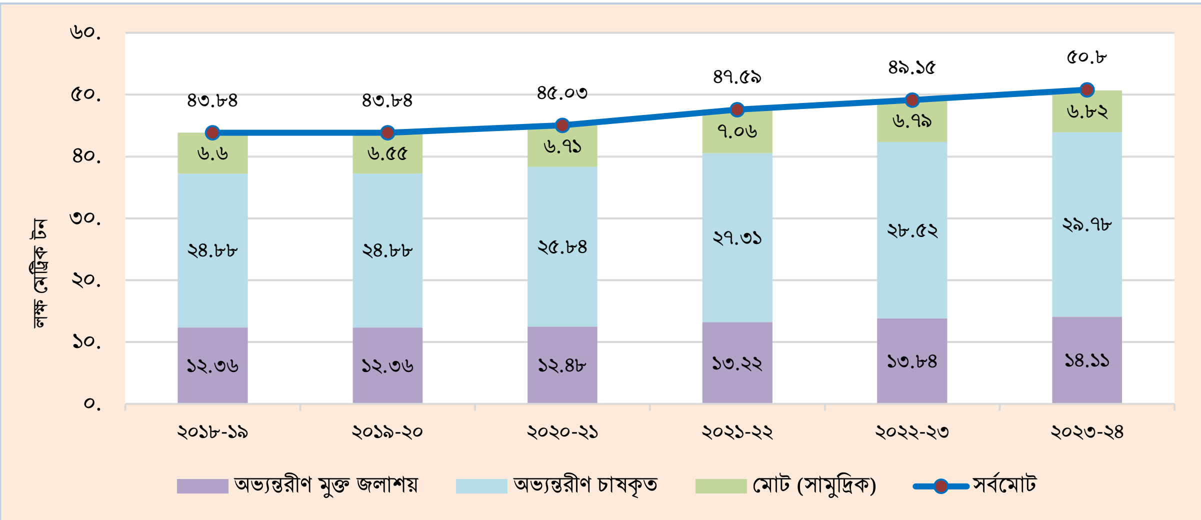

উৎস: মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

টেকসই মৎস্য উৎপাদনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসম্পন্ন রেণু ও পোনা। অপরিকল্পিত সংকরায়ণ ও অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূরীকরণে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণে বর্তমানে দেশে ১৪৩ টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১,১৯০টি খামার পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, বর্তমানে দেশে ২০,০৫৬ টি বেসরকারি নার্সারি পরিচালিত হচ্ছে।

জাটকা রক্ষা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। **'বাংলাদেশ ইলিশ'** শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

- Hilsha Fisheries Management Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বঙ্গোপসাগরের ৭,০০০ বর্গ কি.মি. ইলিশের প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ;
- উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন;
- নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩,১৮৮ বর্গ কি.মি. মেরিন রিজার্ভ এলাকা হিসেবে ঘোষণা;
- ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণের ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- জাটকা সংরক্ষণের নিমিত্ত জাটকা আহরণের ওপর ৮ মাস (নভেম্বর-জুন) নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের মাছ আহরণের ওপর ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের (Alternative Income Generation) মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

উল্লিখিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সম্মিলিত অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ও আকার আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশসাধনে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০';'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২' এবং 'সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মেরিকালচার এবং সামুদ্রিক মৎস্যের ভ্যালুচেইন উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। মৎস্য আহরণ চাপ কমাতে এবং স্থায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বেহুন্দি জালসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক জাল দ্বারা উপকূলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় জেলাসমূহে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ

সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সুদূর প্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের দুগ্ধপানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। খামারির দোরগোঁড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে ও বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ১৯৩টি আধুনিক

প্রাণি জবাইখানা নির্মাণ করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজিকৃত সেবা সেবাগ্রহীতার দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে (১৬৩৫৮ নম্বরে) টোল ফ্রি মেসেজিং সিস্টেম ও কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এছাড়া, 'লাইভস্টক ডায়েরি' অ্যাপস প্রবর্তন; Grand Parent & Parent Stock খামার নিবন্ধন, প্রাণিখাদ্য নমুনা বিশ্লেষণ ও প্রাণিখাদ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য NOC প্রদান এবং প্রাণিখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি সেবাসমূহ ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। পাশাপাশি, অনলাইনে ভেটেরিনারি সেবা প্রাপ্তি ও সার্ভিলেন্স জোরদারকরণে E-Vet অ্যাপস এবং মাঠপর্যায়ের ডাটা বিশ্লেষণে Bangladesh Animal Health Intelligence Service (BAHIS) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ১৫০.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় ২.১৫ গুণ বেশি। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় জনপ্রতি প্রাপ্যতা ২৩৪.৪৫ মিলি/দিন এ উন্নীত হয়েছে। সরকারের নীতিগত সহায়তার প্রেক্ষাপটে পোল্ট্রি সেক্টরে অব্যাহত বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে। গবাদিপ্রাণির অবৈধ বাণিজ্য রোধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গবাদিপ্রাণি হৃষ্টপুষ্টকরণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। গত একযুগে মাংস উৎপাদন ১.৫৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯২.২৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা দাঁড়িয়েছে ১৪৩.৭৭ গ্রাম/দিন। দেশের আবহাওয়া উপযোগী লেয়ার হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন, গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক ও প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন, বাণিজ্যিক খামার সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের ফলে ডিম উৎপাদনে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিমের উৎপাদন ছিল ২,৩৭৪.৯৭ কোটি, যা গত দশকের তুলনায় ২.১৬ গুণ বেশি। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ডিমের জনপ্রতি প্রাপ্যতা ১৩৫.০৯টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৭-এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.৭ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
দুধ	লক্ষ মেট্রিক টন	৯২.৮৩	৯৪.০১	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪	১৪০.৬৮	১৫০.৪৪
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	৭১.৫৪	৭২.০৬	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৯২.৬৫	৮৭.১০	৯২.২৫
ডিম	কোটি	১৪৯৩.৩১	১৫৫২	১৭১১	১৭৩৬	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	২৩৩৭.৬৩	২৩৭৪.৯৭

উৎস: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

গবাদিপ্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

গবাদিপ্রাণির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ৬,৬২৬ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজ ২৮ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন যথাক্রমে ১৯ গুণ, ২৮ গুণ ও ১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৫.৪৭ লক্ষ সিমেন উৎপাদনের মাধ্যমে ৩৮.৮১ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে এবং ১৬.৯৫ লক্ষ সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

রোগ প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.৯৯ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১.৮৬ কোটি গবাদিপ্রাণি-পাখি ও ৭১,৪৪৯ টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা এবং ৯,৭৪৫ টি ডিজিজ সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

কৃষি খাতের সার্বিক বাজেট

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মোট ৩৭,১৮৪.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া, সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ২৫,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২৪,৩৪৩.৫১

কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এতদভিন্ন, বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ১৬০.০০ কোটি টাকা। এছাড়া, কৃষিভিত্তিক শিল্পে বৈদ্যুতিক বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান করা হয়েছে। কৃষির উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের কৃষিব্যবস্থা 'জীবন নির্বাহী' কৃষি থেকে 'বাণিজ্যিক কৃষি'তে রূপান্তরিত হচ্ছে।